হৃদয়ের কথা অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়েই। লিখুন আপনার ভালোবাসার কথা, ভালো লাগার কথা কিংবা না বলা সেই কথাটি। আপনার আহবানে দোলা লাগতেও পারে কারো হৃদয়ে...

অ পে ক্ষা...

কৈশোরে স্কুলে পড়ার সময়ই ভালোলেগে যায় তাকে। সে এক প্রচন্ড ভালোলাগার অনুভূতি। বলে কিংবা লিখে বোঝানোর উপায় নেই। সারাদিন শুধুই তুমি তুমি, আর তুমি। আমি ছিলাম খুবই চাপা স্বভাবের। সহপাঠী ছিলাম আমরা। তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি। কখনোই সাহস করে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলাম না। একবারের জন্যে বলতে পারিনি 'ভালোবাসি'। অবশ্য তার আর আমার সামাজিক অবস্থানের ব্যবধানও ছিল প্রচুর। আমি তা ঘোচানোর চেষ্টা করে গেছি। এই পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক মানুষ নিজেকে কল্পনার চাহিদার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। ভাগ্য সহায় হলো বলে আজ আমি সেখানে। হ্যাঁ, 'বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজের একজন অফিসার আজ আমি'। কিন্তু এরই মাঝে হারালাম তাকে। সময় সেখানেও থেমে থাকেনি।

এসএসসি পাস করার পরপরই, নিজের পছন্দের পাত্রকে সে বিয়ে করে ফেলে। নিজেকে সেও একজন মন্ত্রীর পুত্রবধূ হিসেবে আবিষ্কার করল। গণআন্দোলনের পরের বছর ছিল সেটি, আমার বেশ মনে আছে। তারপর নিজেকে আরও গুটিয়ে ফেললাম আমি। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তার পরবর্তী বেশ কতগুলো বছর। সে সময় তার কথা মনে পড়ত না। তবে বুকে হাত রেখে বলতে পারবো না যে, কখনোই মনে পড়েনি। চাকরিতে প্রমোশনের জন্য আমাকে এক বছরের জন্য Singapore-এ আসতে হয়। এই সময়টা এখানে বসে অনেক কিছুই ভেবেছি। আর নিজের পাগলামোগুলোর কথা ভেবে কখনো হেসেছি, কখনোবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। আজ এতদিন পরে আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম যে, সবই ছিল অর্থহীন। তাই কি? পেছনে ফিরে তাকানোর সময় কিংবা ইচ্ছে আমার এতদিন একেবারেই হয়নি। আজ শুধু পেছনে নয়, চারদিকে তাকিয়ে দেখি আমি একা, শুধুই একা, কেউ নেই আমার কাছাকাছি। কিন্তু এই মুহূর্তে এমন একজন মানুষকে পাশে পেতে প্রচন্ড ইচ্ছে করছে, যে আমার সবটুকু মেনে নিয়েই অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে সারা জীবন। এই পর্যায়ে এসে আমি হেরে যেতে চাচ্ছি না। এমন কেউই কি নেই যে, জীবনের গত ২৫টি বসন্ত থেকে অন্যরকম একটি বসন্ত আমায় উপহার দেবে?

ধ্রুব, Clementy ave-5, Block-339, 06-262, Singapore-120339

ব্য র্থ তা র ঢে উ গু লি

জারুলতলা রাঙা রাজকন্যাদের প্রিয়। প্রায়ই ওদেরকে এখানে বসতে দেখি। যদিও ওদের তাড়া থাকে বলে কয়েক মুহূর্ত বসেই চলে যায়। আমার তাড়া নেই, আমি বসে থাকি জারুলতলার কোনো এক কোণে। আর দৃষ্টি স্থাপন করি ঐসব রাঙা রাজকন্যাদের আড্ডা মঞ্চে, তুমি আছো কিনা। যেহেতু, তুমি সব রাঙা রাজকন্যাদের মধ্যে অন্যতম। অথচ তোমাকে দেখিনা। যাক তুমি কেমন আছো? আশা করি ভালো, এটাই প্রত্যাশা করি। তবে আমি ভালো নেই, কারণ আমার নিঃসঙ্গতার চোয়ালে এখন ঘাম জমেছে। শেষ হয়ে এসেছে পাতা ফোটানোর দিন। তাই অমলিন সবুজের ভাষা লিখি আমি। যেখানে স্বর্ণলতার বিরান বিরোধিতা ভেসে ওঠে, ফলবান তরু জন্মে না কতকাল? জন্মে না ছায়া সুনিবিড় মহীরূহ। প্রথাগত মলিনতা হৃদয়ের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে। এখন তুমিই বলো কী করে ভালো থাকতে পারি? ভালো নেই। বুকের ভেতর কুয়াশা ঘেরা চোখ আরণ্যক দৃষ্টির মতো শুধু হা করে তাকিয়ে আছে বিবর্ণতার দিকে। বিপুল বনস্পতির মতো জীবন নিয়ত আবর্তিত হলেও আমার ভালো থাকা মরে গেছে। আমি এখন ভালো থাকার অভিনয় করি। দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এ অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি। সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্তনের স্রোতে নিরন্তর ভেসে চলেছে আমার সময়। চেনা কষ্ট আর অচেনা আপসের চোরাবালিতে বিধ্বস্ত আমি। আমি আমার এই বিধ্বস্ত জীবন নিয়ে ধীরে ধীরে নিজস্ব স্বপ্নের তীরে বসে তোমাকে কল্পনা করি। তারপরও তুমি আসো না। সাবলীলভাবে এড়িয়ে যাই মানবিক ন্যূনতম দায়িত্ব। উত্তরাধিকার সূত্রে পরিচর্চায় চায়ের কাপে তুমুল ঝড় তুলি। আমার চারপাশে কান্নার হিম শীতল বয়ে যায়। একেবারেই নির্লিপ্ত আমি। কেবল একটি শূন্যের ভেতর ঘুরপাক খেতে খেতে অন্য একটি শূন্যে প্রবেশ করছি। অতীতের স্মৃতি আর বিবর্ণ ছাই আমার দীর্ঘশ্বাসের ছোয়ায় শীতল হতে হতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জন্ম থেকে আজ অব্দি তোমার মতো অনেককে চোখের মাপের আকাশ করতে চেয়েছি কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, দু'চোখের বিস্ময়ের কাছে আমি নিজেই যখন পরাভূত তখন আমার যেসব স্বপ্ন কল্পনার সাথে সাথে তাদের চাঁদ মুখে টেনে নিয়েছে কালো পর্দা। আমার আর দেখা হয়নি তাদের বিকশিত সৌন্দর্যকে। ব্যথিত কুসুম হয়ে আমি ফিরে আসি নির্জনতার কাছে। ওখানে একান্ত নিভৃতে তোমাকে ভাবি। বাস্তবে অধরা হয়ে থাকলেও কল্পনায় তোমাকে সাজাই রঙের মাধুরী মিশিয়ে তুমি ঝর্ণার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ।

আমার রাত্রিগুলো ঘুমায় না এখন আর
জানালার গ্রিল ধরে অপেক্ষায় থাকে, রুশী আসবে বলে।
রুশী তুমি কি আসবে?

M. Rahman
313 A. F. Rahman hall
University of Chittagong

ফিরে এসো

ঢাকার জিগাতলার কলি। আজ থেকে দুই বছর পূর্বের কথা। প্রথম দেখাতে তোমাকে আমার খুব ভালোলেগেছিল। তুমিও আমাকে মনে মনে ভালোবাসতে। কিন্তু পারিবারিক অবস্থানের কারণে কিছুটা দূরত্ব নিয়ে চলছিলাম। তারপর কোনো এক সময় দু'জনই প্রকাশ করলাম পরস্পরের ভালোবাসার কথা।

তখন থেকেই আমাদের ভালোবাসা। ভালোবাসার সেই সোনালি দিনগুলোতে তুমি আমাকে একান্তই কাছে পেতে চেয়েছিলে। কিন্তু জীবন ও বাস্তবতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কেননা আমিতো বেকার ছেলে। আজ যখন সামান্য চাকরির সন্ধান খুঁজে পেলাম তখনই হারালাম শুধু তোমাকে। গত ছয় মাস যাবৎ সারা ঢাকা শহর তন্নতন্ন করে তোমাকে খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথাও কোনো সন্ধান পেলাম না। হঠাৎ চাকরি থেকে বদলি হয়ে এলাম মৌলভীবাজার জেলায়। আজ প্রতি মুহূর্তে শুধু তোমার কথাই মনে পড়ছে। তাই নিরুপায় হয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার শরণাপন্ন হলাম। আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা যদি আজো পূর্বের মতো থাকে তবে যোগাযোগ করো।

ফখর উদ্দিন আহাম্মদ (ফখরুল)
স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, মৌলভীবাজার- ৩২০০

আজ আমি নিঃসঙ্গ

বিশাল এ পৃথিবী যতো বৈচিত্র্যে ভরা, তেমনি বিচিত্র এ পৃথিবীর মানুষগুলো। আর এ কারণেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– ভালো-মন্দ, শক্তিশালী-দুর্বল। তেমনি আমার অবস্থার প্রেক্ষিতে অমি দু'ধরনের মানুষকে পেয়েছি। এদের মধ্যে একজন থাকে অনেক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আর একজন থাকে নিঃসঙ্গ, একাকী। যারা সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথাবার্তা বলতে পারে তাদের বন্ধুর অভাব হয় না। আর যে গুছিয়ে তা বলতে পারে না বা কথা কম বলে তার তেমন বন্ধু জোটে না। আমি পড়েছি দ্বিতীয় দলের মধ্যে। কিন্তু আমি খুব বেশি বন্ধু-বান্ধব চাইনি। চেয়েছিলাম এমন একজনকে যে আমাকে বুঝবে, যাকে সব কথা খুলে বলা যায়। কিন্তু হলো না।

খুব বেশি না হলেও যে ক'জনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো, তাদের কারো সাথেই আমার সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি। বন্ধুত্বের আহ্বানও জানাতে পারলাম না কেবল কম কথা বলার কারণে। আসলে যে কথা কম বলে অর্থাৎ চুপচাপ থাকে তাকে একদিন কী দু'দিন ভালো লাগে। তারপর আর ভালো লাগে না।

তাই যারা এসেছিলো তারাও চলে গেলো। হৃদয়ের জমে থাকা কথা বলার জন্য আজ আর কাউকে পাই না। আজ আমি নিঃসঙ্গ, একাকী। নিঃসঙ্গ, একাকিত্ব মাঝে মাঝে খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। তখন ইচ্ছে হয়, চিৎকার দিয়ে বলি নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব– এবার মুক্তি দাও আমায়।

জুয়েল, ৩৮৮/৩, পূর্ব নাখালপাড়া (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১২১৫

চাই না এমন ভালোবাসা

আজ ওর সাথে দেখা হলো। কেমন জানি এড়িয়ে চলে গেলো। শুধু আজ নয়, দীর্ঘ এক মাস যাবৎ এরকম করছে। হয়তো আমার ভালোবাসায় কোনো ভুল ত্রুটি আছে। কিন্তু জানি না কোথায়? এমনও হতে পারে সে আসলে আমাকে ভালোই বাসে না। তবে এর জন্য আমার কোনো অভিযোগ নেই। কারণ আমি যেরকম প্রেমিক চেয়েছিলাম সে রকমই বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। তবে এখন মনে হচ্ছে আমার চাওয়াটা ভুল ছিলো। সে আমাকে আঘাত দিতে পছন্দ করে। তাই তাকে আঘাত দেয়ার জন্য অনেক সুযোগ আমি দিয়েছি। কিন্তু আর পারছি না। তিনদিন আগে ওর সাথে ফোনে আলাপ হয়। হয়তো এটাই আমাদের শেষ আলাপ। আমি চাই না এমন প্রেম যেখানে শুধু অবহেলা, কাজের ব্যস্ততা বা যোগাযোগ না রাখার জন্য মিথ্যা অজুহাত। আমি মনে করি দূর থেকেও ভালোবাসা যায়। প্রেম করতে হলে কাছে যেতে হয়। তাই আজ আমি ওর নামের অধ্যায় আমার মন থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ওর এ ধরনের ব্যবহার আমাকে সাহায্য করবে ওকে ভুলতে। তাই তাকে ধন্যবাদ। তবে আমার বিশ্বাস যদি আমি ওকে একদিনের জন্য হলেও ভালোবেসে থাকি তাহলে সে আমার এই ভালোবাসা একদিন অনুভব করবে।

তানজিনা, ৬৯ সেবক, রায়নগর, সিলেট-৩১০০

চাই অকৃত্রিম ভালোবাসা...

এসো হে নারী, মনের অবচেতন ধ্যানে প্রেম ভালোবাসাহীন কেটে গেলো ক্ষুদ্র এ জীবনের বিশটি বসন্ত। ভালোবাসা-ভালোলাগার স্পর্শ লাগেনি হৃদয়ের অলিন্দ নিলয়ে, অনুরাগে অনুভূতিতে জাগ্রত হয়নি কখনো ভালোবাসার মগ্নতা।

কিন্তু হঠাৎ! পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, রিনিঝিনি বৃষ্টির ছন্দ, অসীম হৃদয়ের নির্বাক ভাষাকে দিয়েছে ব্যঙময়তা, অনুভূতির দুয়ারে হেনেছে কুঠারাঘাত।

কী এক শূন্যতা বারে বারে ব্যথিত করে কী যেন পাওয়ার দুর্নিবার আশায় কাঙাল হৃদয়ে জাগে আনন্দ-শিহরণ। হ্যাঁ, ভালোবাসা চাই, ভালোবাসা। রুচিশীল মনের সুন্দর নিখাদ ভালোবাসা। নান্দনিক সৌন্দর্যময়তায় ঋদ্ধ হৃদয়ের ভালোবাসা। আছে কী কোনো নারী ভালোবাসা দেবার?

কাব্যিক ভালোবাসা নয়, ঠুনকো ভালোবাসা নয়, চটুল ভালোবাসা নয়, একেবারে সাচ্চা অকৃত্রিম ভালোবাসা। অনির্বাণ, নির্মল, লেশহীন ভালোবাসা। নির্মোহ, প্রতিদানহীন ভালোবাসা। অবজ্ঞা, অবহেলাহীন ভালোবাসা, হে নারী! আছে কি তব হৃদয় ভান্ডারে এ বিধিত রতন? শিল্পীর তুলিতে আঁকা অপরূপ ক্যানভাসে যে ভালোবাসা, যে ভালোবাসা অনুভূতির অভয়ারণ্য, যে ভালোবাসায় আছে তিমির বিনাশী প্রদীপ্ত সূর্যের তেজ, যে ভালোবাসা মানবতার দাবিতে সংহার সংক্ষুব্ধ রুদ্রমূর্তি। যে ভালোবাসা প্রাণে প্রাণে হিল্লোলিত করে জীবনের জয়গান। থাকে যদি সে ভালোবাসা তবে স্বর্গের দেবী হয়ে, ভালোবাসার মশাল হয়ে এসো।

হেলাল, রুম নং-২১৬, বঙ্গবন্ধু হল, ঢাকা বিশ্ব.

কষ্টের প্রহর

অনেক দিন আকাশের তারাগুলো দেখি না। চন্দ্রিমার আলোর দ্যুতিতে নিজেকে দাঁড় করাই না। এ সমাজ সংসার জীবন ভবিষ্যতকে খতিয়ে দেখি না। হাজারো বিনিদ্র রাতে তোমার স্বপ্ন লোকে হারিয়ে যাই। আমার স্বর্ণালী সময়গুলো এভাবে কেটে যায়। নিদ্রাহীন রাতে তোমাকে ভাবতে ভাবতে প্রভাতের আলো আমার দরজায় উঁকি দেয়। অনেক না বলা কথা যন্ত্রণার পাহাড় হয়ে আমার হৃদয়ে অবস্থানরত। নির্ঘুম রাত ব্যথাভরা এ জীবন অন্ধকার ভবিষ্যৎ এগুলোই এখন আমার চেতনা। আমি নিজের কাছে নিজেই হেরে যাচ্ছি। আমি সুখকে দূরে সরিয়ে কষ্টকে বুকে নিয়ে ভালোই আছি। সেই কবেকার হৃদয় বাগানে যে ভালোবাসার কলি এসেছিল তা আজ অতি অযত্নে ফোটার আগেই ঝরে পড়ছে। এই আমি ভালোই আছি। তোমার দাম্পত্য জীবন সুখময় হোক এবং তুমি মায়া ভালো থেকো।

আলাউদ্দিন আহমেদ, পোঃ বক্স নং- ৭৩৩৫
আল-খারেজ ১১৯৪২, কে. এস. এ

সুইজারল্যান্ডের ইউসুফকে

কিভাবে শুরু করবো ভেবে পাই না, আপনি কি খুবই বাস্তববাদী? জীবনকে আপনি কিভাবে উপভোগ করেন। আপনার যতগুলো লেখা চোখে পড়েছে ভালো লেগেছে। আপনার আর একটা লেখায় দেখলাম আপনার নাম 'শাহীন'। আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী। যদি আপনার মনের মানুষ থাকে মানে আপনার 'Beloved' তার কথা লিখবেন সাপ্তাহিক ২০০০-এ।

সুস্মিতা ব্যানার্জী

চিরকুট

যশোর-এর 'সমব্যথী'কে

সেদিন আমার এক বন্ধুর বাসায় বসে আছি। দেখি বালিশের ওপর একটা ম্যাগাজিন পড়ে আছে। হাতে নিয়ে বিভিন্ন লেখা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ 'সমব্যথী' শব্দ দিয়ে লেখা একটি বাক্য চোখে পড়ল। পড়লাম কয়েকবার। ভাবলাম লিখব। কিন্তু ম্যাগাজিনটা কতদিন পূর্বের? অনেকদিন আগের নয় তো? পেছনের দিকে পাতা উল্টালাম। দেখলাম বেশ অতীতের। এতদিন পর কি লেখা যায়? তবুও ঠিকানাটা দিলাম। যদি...

হালিম (যশোরী), C/o ইমাম সাহেব, বাগবাড়ি ক্লাব মসজিদ, বাগবাড়ি, গাবতলী মিরপুর, ঢাকা

তানিয়াকে বলছি

আমি K.S.A-র আক্তার আকাশ বলছি। আমার তরফ হতে রইল শত শত বকুল, চাঁপা, কদমের শুভেচ্ছা শুধু আপনাকে। শত কর্মে ব্যস্ততার মাঝে হৃদয় জানালায় আশ্রয় নিয়েছিল শুধু একজন ভালো সৎ সুন্দরী বান্ধবীর প্রত্যাশায় আমি।

জানি না আপনি দেখতে খারাপ, আপনি ছাত্রী হিসাবে ভালো নন। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন। আপন ভেবে বন্ধু ভেবে এই দূর দেশ হতে আপনাকে লিখেছিলাম ও দুটো কারণে নয় শুধু বন্ধু ভেবে তানিয়া।

শুধু এ টুকু জানাবার জন্য আমি আমার প্রিয় আমার অবসরের সবচাইতে কাছের বন্ধু সাপ্তাহিক ২০০০-এর আশ্রয় নিলাম। ভালো লাগলে এই K.S.A-র আক্তার আকাশকে লিখবেন। করুণা নয়, সুন্দর মন সুন্দর বন্ধুত্বের প্রতীক্ষায় রইলাম।

Ahkther/Akash, Daniya-2, Post Box No-36485, Riyadh No-11419, K.S.A

অবনী : তোমাকেই বলছি

সেই কবে তোমার সাথে প্রথম দেখা তার সাল, তারিখ আমার মনে নেই। তবে বলতে পারি সেই প্রথম দেখাতেই তুমি আমার হৃদয়ে ঝড় তুলেছ। কোচিং-এ প্রথম তোমায় আমি দেখলাম, তুমিও। হয়ত তুমি স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই নতুন আগন্তুককে দেখেছিলে। কিন্তু আমি তোমাকে দেখেছিলাম 'প্রথম ভালোলাগা' এই দৃষ্টিতে। তারপর মাঝখানে কত বছর পেরিয়ে গেল। দশম শ্রেণীতে আবার তোমার সাথে দেখা। তুমি তো আমায় বিশ্বাসই করলে না প্রথমে। আজ কলেজ জীবন পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। সত্যিই বলছি, তোমায় যদি আমি ভালোবাসতে না পারতাম তাহলে কেন এতদিন শুধু তোমাকেই মনে মনে প্রার্থনা করব! তোমাকে আমি সত্যিই খুব ভালোবাসি। তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করে যাব যতদিন পারব। তবু তুমি আমায় বিশ্বাস কর, ভালোবাস। তুমি ফিরে এসো আমার কাছে।

লিমন, ১ম বর্ষ, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চ.বি'র বির্দশী চাকমাকে বলছি...

আমি উপজাতীয় হলেও জানি আমি তোমাকে পাব না। তারপরও বলছি, বন্ধুর মুখে তোমার প্রশংসা শুনতে শুনতে তোমাকে বেশ একটু ভালোবেসে ফেলেছি। আমি নিরুপায়, তোমার বন্ধুত্বই চাইতে পারি শুধু।

রঙ্গন, সিলেট

জীবনের জন্য জীবন সঙ্গী চাই

আমার এ ছোট্ট জীবনে একজন সঙ্গী চাই। আমরা দুই ভাই-বোন। আমিই বড়। বাবা এক বছর হলো মারা গেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবে সংসারের অর্ধেক দায়িত্ব এখন আমার হাতে। আমি একাকী হাঁপিয়ে উঠেছি। কেউ কি আছেন আমার জীবনের সঙ্গী হবেন? তবে সঙ্গীটিকে কর্মজীবী হতে হবে। আমি ছোট একটি চাকরি করি আবার লেখাপড়াও করি। আগেই বলেছি, জীবন সঙ্গীকে হতে হবে কর্মজীবী মানুষ। সরকারি চাকরি হলে খুবই ভালো হয়। অথবা অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অথবা পুলিশ অফিসার হলেও চলবে। আছেন কি এমন কেউ যে আমাকে সঙ্গী করতে চান? যদি থাকেন তবে তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপনে ঠিকানা দিন।

রীয়া, রাজশাহী

স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশা

আমার এই স্বপ্নপূরণ হবে কি? যে আমি স্বপ্ন দেখতাম সুন্দর মনের একজন মানুষের, ছোট্ট একটা সংসার আর সুখের জীবনের। এমন কেউ কি নেই যে আমার দোষটুকু (নামে মাত্র বিয়ে হয়েছিল যার) ক্ষমাসুন্দরভাবে নেবে। আমাকে অনেক ভালোবাসবে, আমার স্বপ্নকে বাস্তব করবে।

আমি ঢাকায় স্থায়ী উচ্চ শিক্ষিত (এমএসসি) সুশ্রী, ফর্সা, পাঁচফিট, Computer Programming Course-এ অধ্যয়নরত, ভদ্র, স্মার্ট, ২৭ বছর বয়সের একটি মেয়ে। দেশে অথবা বিদেশে সম্মানজনক পেশায় কর্মরত পরিচ্ছন্ন সুন্দর মনের এমন একজন যিনি ভদ্র মুসলিম ২৮-৩৮ বছর বয়সের ছেলের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রত্যাশা। Please বিস্তারিত জানিয়ে ফোন, ই-মেইল ছবিসহ বিশ্বস্ততার সাথে লিখুন।

E-mail : sizar@bdonline.com

পাত্রী চাই

পাত্রী বিএ পাস, অবিবাহিতা। জীবন সঙ্গীর আহ্বানে আন্তর্জাতিক বিমানের পাইলট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সামরিক, বিমান, নৌ, বিত্তশালী, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, উদারমনা, চরিত্রবান (৩৮) বছর বয়স্ক ব্যক্তিকে জীবন সাথীর আহ্বান। ছবি, বায়োডাটা ও টেলিফোনসহ লেখার অনুরোধ। শুভেচ্ছান্তে—

বিলকিস খান (বিলু), ৫৩, দীননাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন? ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিন

এখন বাংলাদেশী পাত্র-পাত্রী বাস করে বিশ্ব জুড়ে। পাত্রীর জন্যে পাত্র পাওয়া যেমন কঠিন, পাত্রের জন্য পাত্রীও মেলে না সহজে। সহজ উপায় হলো ২০০০-এ বিজ্ঞাপন। বিশ্ব জুড়ে বসবাসরত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যায় ২০০০ প্রতি সপ্তাহে। আপনার বিজ্ঞাপনটি প্রার্থিত পাত্র বা পাত্রীর কাছে পৌঁছে যাবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন প্রতিশব্দ মাত্র ২ টাকা। টাকা মানি অর্ডার কিংবা অফিসে পৌঁছানোর তিন সপ্তাহের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন ছাপা হবে।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৯৪৫৯ পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১-৩